উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষানীতির ব্যয় ৬৮ হাজার কোটি টাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একই প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরী বলেন, 'ও' এবং 'এ' লেভেলের শিক্ষা পরিচালিত হয় বিদেশ থেকে। সে জন্য এটা বাইরে রাখা হয়েছে।

৬৮ হাজার কোটি টাকা : জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে মোট খরচ হবে ৬৮ হাজার কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ সালে শিক্ষা খাতে মোট সরকারি বরাদ্দ ছিল জাতীয় উৎপাদনের ২ দশমিক ২৭ শতাংশ। এটা বছর বছর বেড়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় উৎপাদনের ৬ শতাংশ অথবা সাড়ে ৪ শতাংশে (রক্ষণশীল প্রাক্কলন) উন্নীত করা উচিত বলে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি মত দিয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মাপকাঠি অনুযায়ী, একটি রাষ্ট্র তার জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত বিশেষভাবে খরচ বাড়বে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাস, কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষার সব পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি চালু এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, '৬৮ হাজার কোটি টাকা খরচ এ ছাড়া গাইডবই, নোটবই ও কোচিংয়ের অপকারিতা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে হবে।

স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের প্রস্তাব : দেশে একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। এ কমিশন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পরামর্শদানকারী সংস্থা হবে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে প্রণীত মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশনের (২০০৩) প্রতিবেদনেও একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছিল।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে খসড়া শিক্ষানীতির পক্ষে-বিপক্ষে মত দেওয়া যাবে। দলমতনির্বিশেষে যে-কেউ মতামত দিতে পারবেন। এসব মতামত সমন্বয় করে শিক্ষানীতি মন্ত্রিসভায় পাঠানো হবে এবং মন্ত্রিসভা মনে করলে তা পাঠানো হবে জাতীয় সংসদে।